গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
প্রশাসন শাখা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ড
সভার তারিখ	১১ মে ২০২২ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-'ক'-তে দেখানো হলো।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সভাপতি এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সদয় অনুমতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মনজুর হোসেন সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। অতপরঃ সভায় নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-১: ১১০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে সদস্যবৃন্দের মতামত আহবান করেন। অতঃপর ১১০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২: ১১০তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১০তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। অতঃপর সদস্যবৃন্দ গৃহীত সিদ্ধান্তের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাযথ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচ্যসূচি- ৩: নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের পদবি সংশোধনসহ পরিচালক (অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স)-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ ও কার্যপরিধি বৃদ্ধিকরণ অনুমোদন।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯০তম বোর্ড সভার বিবিধ-১ এর ৩(খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্মারক নং বাসেক/সদ/প্রঃ/১২-২/২০০৮-১০৮ তারিখঃ ২৪ জানুয়ারি, ২০০৮ দ্বারা নির্বাহী কমিটি গঠন হয়। গত ২৯-০১-২০২০ তারিখে অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পরিচালকগণের পদবিসমূহ ডাইরেক্টর (প্রশাসন), ডাইরেক্টর (অর্থ ও হিসাব), ডাইরেক্টর (পিএন্ডডি) ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার/ডাইরেক্টর (কারিগরি) হিসাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। উক্ত কমিটিতে নবসৃষ্ট অনুবিভাগের ডাইরেক্টর (অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স)-কে

নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিতে কর্তৃপক্ষের মাসিক আয়-ব্যয়, মাসিক টোল আদায়, টোল মনিটরিং, যানবাহন মনিটরিং, সার্ভিলেন্স প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আলোচনা:

সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের পদবি সংশোধনসহ পরিচালক (অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স)-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ ও কার্যপরিধি বৃদ্ধিকরণে সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের পদবি সংশোধনসহ পরিচালক (অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স)-কে নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিতে কর্তৃপক্ষের মাসিক আয়-ব্যয়, মাসিক টোল আদায়, টোল মনিটরিং, যানবাহন মনিটরিং, সার্ভিলেন্স প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণে অনুমোদন প্রদান করা হলো।
বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ৪: সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদন।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর আওতায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। উক্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের জন্য উত্তরা মডেল টাউন (৩য় ফেজ) সংলগ্ন বড়কাঁকর, বাউনিয়া ও দ্বিগুন মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে ব্লক-এ তে ৬টি বহুতল বিশিষ্ট ভবন (G+14) এ ১২৯৪ (এক হাজার দুইশত চুরানব্বই) বর্গফুট (পার্কিং বাদে লিফট, লবি ও সিঁড়ি সহ) এর ৬৭২টি এবং ব্লক-বি তে ৬টি বহুতল বিশিষ্ট ভবন (G+14) এ ১০৯০ (এক হাজার নব্বই) বর্গফুট (পার্কিং বাদে লিফট, লবি ও সিঁড়ি সহ) এর ৬৭২টি সহ সর্বমোট ১৩৪৪ (এক হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ) (৬৭২+৬৭২) টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাপোর্ট টূ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ডিইইপি) এর পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে ফ্ল্যাট বরাদ্দের নীতিমালায় নিম্নবর্ণিত ৬টি শিরোনামের আওতায় অনুচ্ছেদসমূহ লিপিবদ্ধ আছেঃ

১। ভূমিকা
২। পুনর্বাসন ভিলেজে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য যোগ্যতা
৩। আবেদন দাখিল, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন পদ্ধতি
৪। ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান, মূল্য পরিশোধ ও দখল হস্তান্তর
৫। ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রেশন
৬। বিবিধ

পুনর্বাসন ভিলেজে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য যোগ্যতাঃ

• কেবলমাত্র ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

• যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সর্বনিম্ন ০.০৯ (দশমিক শূন্য নয়) শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ০.৪৯ (দশমিক চার নয়) শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তিনি ১০৯০ বর্গফুট আয়তনের ১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবেন।

• যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সর্বনিম্ন ০.৫০ (দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশ বা তদুর্ধ্ব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তিনি ১২৯৪ বর্গফুট আয়তনের ১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবেন।

ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান, মূল্য পরিশোধ ও দখল হস্তান্তরঃ

• নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুসারে ফ্ল্যাটের সাময়িক মূল্য পরিশোধ করতে হবে, এ মূল্য পরবর্তীতে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে।

(ক) ফ্ল্যাটের আয়তন ১২৯৪ বর্গফুট

(১) পার্কিং ছাড়া (৩৬০ টি ফ্ল্যাট) - ৫১,১৪,০০০ টাকা (একান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা)

(২) পার্কিংসহ (৩১২ টি ফ্ল্যাট) - ৫৪,১৪,০০০ টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা)

(খ) ফ্ল্যাটের আয়তন ১০৯০ বর্গফুট

(১) পার্কিং ছাড়া (৩৮১ টি ফ্ল্যাট) - ৪০,৪৪,০০০ টাকা (চল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা)

(২) পার্কিংসহ (২৯১ টি ফ্ল্যাট) - ৪৩,৪৪,০০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা)

• আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে জামানত হিসাবে ১ (এক) লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে, যা পরবর্তীতে মোট মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

• অবশিষ্ট টাকার ৩০% বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

• অবশিষ্ট ৭০% টাকা ২০% হারে দুই কিস্তিতে এবং ৩০% হারে এক কিস্তিতে ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ মোট ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

• সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি কর্তৃক ফ্ল্যাটের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রেশনঃ

• ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে ফ্ল্যাটের দখল গ্রহণের তারিখ হতে ১ (এক) বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে বসবাসের পর ৯৯ (নিরানব্বই) বছরের জন্য হিস্যা মোতাবেক জমিসহ ফ্ল্যাটের ইজারা দলিল (Lease Deed) সম্পাদন/রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ইজারা দলিল সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

• ইজারা দলিল প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাটের দখল প্রাপ্তির তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ফ্ল্যাটের মালিকানা হস্তান্তর করতে পারবেন না।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক সচিব জানান, ইজারা দলিল প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাটের দখল প্রাপ্তির তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত (প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ বাদে) ফ্ল্যাটের মালিকানা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না। ওয়ারিশ ব্যতীত যদি কেউ অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করলে প্রতিবার হস্তান্তরের সময় ইজারা দলিলে উল্লিখিত মূল্যের উপর ১০% ফি জমা প্রদান করে হস্তান্তর করতে পারবে। উক্ত প্রস্তাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য একমত পোষণ করে বিষয়টি নির্বাহী

পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ডকে অব্যবহিত পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জানান, ইজারা দলিল প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাটের মূল্য অন্ততপক্ষে ২০%/৩০% পরিশোধ করলে ফ্ল্যাট বিক্রির সুযোগ পাবেন। বরাদ্দ পাবার ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করলে ৫% রিবেট পাবে। সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ নীতিমালার খসড়ায় প্রস্তাবিত ইজারা দলিল প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাটের দখল প্রাপ্তির তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত (প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ বাদে) ফ্ল্যাটের মালিকানা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না। ওয়ারিশ ব্যতীত যদি কেউ অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করলে প্রতিবার হস্তান্তরের সময় ইজারা দলিলে উল্লিখিত মূল্যের উপর ১০% ফি জমা প্রদান করে হস্তান্তর করতে পারবে। বরাদ্দ পাবার ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করলে ৫% রিবেট প্রাপ্তির বিষয়সমূহ সংযোজন সাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ৫: সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের দোকান বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদন।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর আওতায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও বিধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত "ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যানন্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ)" গাইড লাইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব অবস্থার তুলনায় যথাসম্ভব উন্নততর জীবনমান নিশ্চিতকরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের জন্য সর্বমোট ১৩৪৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করার পাশাপাশি আনুষাঙ্গিক সুবিধা যেমনঃ স্কুল, ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার, কমিউনিটি মার্কেট, খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চার (৪) তলা বিশিষ্ট ১টি কমিউনিটি মার্কেটে নিম্নোক্ত দোকানের সংস্থান রাখা হয়েছে:

ক. ১ম তলায় ৩২টি দোকান বিশিষ্ট কাঁচাবাজার যা ৬৩.৪৬ বর্গফুট থেকে ১০৫.১১ বর্গফুট পর্যন্ত ও
১টি সুপারশপ যা ৪৯৬৫ বর্গফুট
খ. ২য় তলায় ৪৪টি দোকান যা ৮৬.১৩ বর্গফুট থেকে ১১১.৮৯বর্গফুট পর্যন্ত
গ. ৩য় তলায় ৪৪টি দোকান যা ৮৬.১৩ বর্গফুট থেকে ১১১.৮৯বর্গফুট পর্যন্ত এবং
ঘ. ৪র্থ তলায় ২৬টি ফুড কোর্ট যা ৯৯.৯৬ বর্গফুট থেকে ১১১.০৭ বর্গফুট পর্যন্ত।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তিন প্রকারের কমিটি রয়েছেঃ

১. মাঠ পর্যায় কমিটি

২. প্রকল্প পর্যায় কমিটি
৩. মার্কেট পরিচালনা কমিটি

সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ডিইইপি) এর পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে দোকান বরাদ্দের নীতিমালায় নিম্নবর্ণিত ৭টি শিরোনামের আওতায় অনুচ্ছেদসমূহ লিপিবদ্ধ আছেঃ

১। ভূমিকা
২। সংজ্ঞা
৩। পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত মার্কেটে দোকান বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্যতা
৪। আবেদন দাখিল, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন
৫। দোকান বরাদ্দ ও জামানতের অর্থ জমাদান
৬। চুক্তি সম্পাদন
৭। দোকান বরাদ্দ বাতিল, অগ্রীম জমাদানকৃত অর্থ ফেরত ও বিবিধ

পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত মার্কেটে দোকান বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্যতাঃ

- প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যবসাসহ অবকাঠামো ও ভূমি হারানো ব্যক্তিগণ দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে, তবে যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুনর্বাসন এলাকায় ফ্ল্যাট বরাদ্দ পাবার যোগ্য শুধুমাত্র তারাই পুনর্বাসন এলাকায় কমিউনিটি মার্কেটে ব্যবসা পরিচালনা করার লক্ষ্যে দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

আবেদন দাখিল, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনঃ

- যদি আবেদনকারীদের আবেদন সংখ্যা দোকানের সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়, সেক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ প্রদান বিবেচনা করা হবে।
- আবেদনকারীদের আবেদন সংখ্যা দোকানের সংখ্যার চেয়ে কম হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের দোকান বরাদ্দ প্রদান করার পর অবশিষ্ট দোকানসমূহ পরবর্তী ফেজে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

দোকান বরাদ্দ ও জামানতের অর্থ জমাদানঃ

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে দশ (১০) বছরের জন্য দোকান বরাদ্দ প্রদান করবে। সন্তোষজনক ব্যবসা পরিচালনার শর্তে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতি মাসে প্রতি বর্গফুট ২৫ টাকা হারে ১০ বছরের জন্য ফেরতযোগ্য জামানত হিসাবে এককালীন টাকা নিম্নোক্ত হারে বাসেক এর নির্ধারিত হিসাবে জমা প্রদান করতে হবে:

ক. নিচ তলায় ৩২টি কাঁচাবাজারের জন্য সর্বনিম্ন ৬৩.৪৬ বর্গফুট এর জন্য ১,৯০,৩৮০.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০৫.১১ বর্গফুট এর জন্য ৩,১৫,৩১৭.১৫ টাকা ও ১টি সুপারশপের মোট ৪৯৬৫ বর্গফুট এর জন্য ১,৪৮,৯৫,০০০.০০ টাকা।
খ. ২য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ২,৫৮,৩৮৯.৩০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৩,৩৫,৬৭২.২২ টাকা।

গ. ৩য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ২,৫৮,৩৮৯.৩০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৩,৩৫,৬৭২.২২ টাকা।
ঘ. ৪র্থ তলায় ফুড কোর্টে ২৬টি দোকানের জন্য সর্বনিম্ন ৯৯.৯৬ বর্গফুট এর জন্য ২,৯৯,৮৮৯.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.০৭ বর্গফুট এর জন্য ৩,৩৩,২২১.৩০ টাকা।

- প্রতি মাসে প্রতিটি দোকানের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার (বর্গফুট) ভাড়া নিম্নোক্ত হারে বাসেক এর নির্ধারিত হিসাবে প্রদান করতে হবে:

ক. নিচ তলায় ৩২টি কাঁচাবাজারের জন্য প্রতি বর্গফুট ৩০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৬৩.৪৬ বর্গফুট এর জন্য ১৯০৩.৮০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০৫.১১ বর্গফুট এর জন্য ৩,১৫৩.০০ টাকা, তবে নিচ তলায় ১টি সুপারশপ এর ভাড়া নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
খ. ২য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ৪০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ৩,৪৪৫.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৪,৪৭৫.০০ টাকা।
গ. ৩য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ৪০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ৩,৪৪৫.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৪,৪৭৫.০০ টাকা।
ঘ. ৪র্থ তলায় ফুড কোর্টে ২৬টি দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ৫০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৯৯.৯৬ বর্গফুট এর জন্য ৪৯৯৮.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.০৭ বর্গফুট এর জন্য ৫,৫৫৪.০০ টাকা।

- নির্ধারিত ভাড়ার হার প্রতি বৎসর ৫% হারে ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে বৃদ্ধি পাবে।

চুক্তি সম্পাদনঃ

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (প্রথম পক্ষ) এবং দোকান বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি (দ্বিতীয় পক্ষ) এর মধ্যে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে দশ (১০) বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

দোকান বরাদ্দ বাতিল, অগ্রীম জমাদানকৃত অর্থ ফেরত ও বিবিধ

- চুক্তি সম্পাদনের পর ছয় (৬) মাসের মধ্যে দোকান স্পেস চালু করতে হবে। অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তির পর মার্কেট পরিচালনা কমিটি কর্তৃক দোকান বরাদ্দ প্রদান, বাতিল, নবায়ন ইত্যাদি পরিচালনা করা হবে।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক সচিব জানান, খসড়া নীতিমালাটিতে পরিবারের সংজ্ঞাটি পরিবর্তন করে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উক্ত প্রস্তাবের সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় সচিব একমত পোষণ করে খসড়াটির ৫.২ অনুচ্ছেদে জামানতের সমূদয় টাকা জমা হওয়ার পর হিসাব শাখা হতে অতিরিক্ত প্রত্যয়ন গ্রহণ করা সমীচীন হবে না মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে টাকা জমা হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রত্যয়ন প্রদান করবে মর্মে মতামত প্রদান করেন। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য খসড়াটির ৭.৪ অনুচ্ছেদে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পর "বা ব্যক্তির" শব্দটি সংযোজনের অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের দোকান বরাদ্দ নীতিমালার খসড়ায় প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ তথা পরিবারের সংজ্ঞাটি পরিবর্তন করে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত করে, ৫.২ অনুচ্ছেদে জামানতের সমূদয় টাকা জমা হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রত্যয়ন প্রদান করবে এবং ৭.৪ অনুচ্ছেদে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পর "বা ব্যক্তির" শব্দটি সংযোজন/সংশোধন/প্রতিস্থাপন সাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ৬: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুমোদন।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ০৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রণীত হওয়ায় তা যুগোপযোগী করার আবশ্যকতা রয়েছে। এটি প্রণীত হওয়ার পরে ১৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে এবং তা ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পুন:নির্ধারণপূর্বক পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতা পর্যালোচনান্তে অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতার আলোকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা আদেশ সংশোধন/সংযোজনের সুপারিশ করেছে।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জানান, সেতু কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দিলে অর্থ বিভাগ বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী তা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এবং অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতার পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার "পূর্ণ ক্ষমতা" নির্ধারিত হবে। সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উক্ত প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:
সেতু কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দিলে অর্থ বিভাগ বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী তা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এবং অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতার পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার "পূর্ণ ক্ষমতা" নির্ধারিত হবে শর্তে সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ৭: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধি-৫(৩) অনুযায়ী স্বীয় পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্ধারণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ০৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের ১০৩তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা আদেশে নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা বোর্ডের এখতিয়ারভুক্ত হওয়ায় গত ২৬.০১.২০২২ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় পদোন্নতি/ নির্বাচন কমিটি-১ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

> "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধি-৫(৩) অনুযায়ী টেকনিক্যাল পদের ক্ষেত্রে স্বীয় পদ্ধতি হিসেবে মেধা যাচাইয়ের জন্য 'লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা' গ্রহণ করা যেতে পারে। বিষয়টি নির্বাহী কমিটির সুপারিশের আলোকে সেতু কর্তৃপক্ষের পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনপূর্বক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা যেতে পারে"।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের টেকনিক্যাল পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় পদোন্নতিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধি-৫(৩) অনুযায়ী টেকনিক্যাল পদের ক্ষেত্রে স্বীয় পদ্ধতি হিসেবে মেধা যাচাইয়ের জন্য 'লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা' নির্ধারণের সুপারিশ বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জানান, পদোন্নতির ক্ষেত্রে এসিআর, জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া পদোন্নতির ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ না করার বিষয়ে ইতঃপূর্বে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের রায় হয়েছে। শুধু মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে সুপ্রীম কোর্ট বিভাগের রায়ের ব্যত্যয় ঘটবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আরও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালার সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পিএন্ডডি) এবং পরিচালক (প্রশাসন) জানান, কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালাটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ আদর্শ প্রবিধানমালার আলোকে তৈরী করা হয়েছে এবং উক্ত প্রবিধানমালায় স্বীয় পদ্ধতির সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়নি। বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জানান, পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগেও লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের বিধান রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে টেকনিক্যাল পদের ক্ষেত্রে স্বীয় পদ্ধতি হিসেবে মেধা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধি-৫(৩) অনুযায়ী 'লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা' গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উক্ত প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধি-৫(৩) অনুযায়ী টেকনিক্যাল পদের ক্ষেত্রে স্বীয় পদ্ধতি হিসেবে মেধা যাচাইয়ের জন্য 'লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা' গ্রহণ অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ৮: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন টোল প্লাজাসমূহে ইলেকট্রনিক টোল কলেকশন (ETC) সিস্টেমে FAST TRACK/দ্রুত গতির লেন ব্যবহারকারীদের জন্য প্রণোদনা হিসেবে নির্ধারিত টোল হতে ১০% অর্থ ছাড় প্রদান।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন

(ETC) সিস্টেম একটি স্বয়ংক্রিয় টোল সংগ্রহ ব্যবস্থা, যা বাধাহীনভাবে টোল প্রদানের মাধ্যমে টোল প্লাজা অতিক্রম নিশ্চিত করে। এই প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল এটি টোল প্লাজা নিকটস্থ যানজট হ্রাস করে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে জ্বালানী সাশ্রয়, সময় সাশ্রয়, মহাসড়কের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমন হ্রাস করে পরিবেশের অবক্ষয় হ্রাস করা। টোল প্লাজায় টোল ফি আদায়ে এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি উপায়। বিশ্বজুড়ে ইটিসি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠার অন্যতম একটি কারণ হল এ পদ্ধতিতে মোটরযান মালিক/চালকদের নগদ অর্থ বহনের প্রয়োজন হয় না। ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেমে Fast Track/দ্রুত গতির লেন ব্যবহারকারীগণ'কে উৎসাহিত করতে প্রণোদনা প্রদান করা হলে মোটরযান চালকগণ এ পদ্ধতিতে টোল প্রদানে আগ্রহী হবেন মর্মে আশা করা যায়।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন টোল প্লাজাসমূহে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ETC লেন ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করতে অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে Fast Track/দ্রুত গতির লেন ব্যবহারকারীগণকে নির্ধারিত টোল হতে প্রণোদনা হিসাবে ১০ শতাংশ টোল ছাড় দেয়ার নিমিত্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছে। উক্ত পরিপত্রের আলোকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন টোল প্লাজাসমূহে ETC লেন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে Fast Track/দ্রুত গতির লেন ব্যবহারকারীগণকে নির্ধারিত টোল হতে প্রণোদনা হিসাবে ১০ শতাংশ টোল ছাড় দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জানান, সড়ক বিভাগের অধীনে সেতুসমূহে যানজট নিরসনে নিরসনে টোল প্লাজাসমূহে ETC লেন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে Fast Track/দ্রুত গতির লেন ব্যবহারকারীগণকে নির্ধারিত টোল হতে প্রণোদনা হিসাবে ১০ শতাংশ টোল ছাড় দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেতু বিভাগের আওতাধীন টোল প্লাজাসমূহে এ ধরণের কোন সমস্য দেখা যায়নি। তাছাড়া টোল প্লাজাসমূহে ETC লেন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে Fast Track/দ্রুত গতির লেন ব্যবহারকারীগণ'কে নির্ধারিত টোল হতে প্রণোদনা হিসাবে ১০ শতাংশ টোল ছাড় দেয়া হলে সরকার প্রচুর রাজস্ব হারাবে। উপরন্ত আদায়কৃত টোলের অর্থ হতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ঋণ (DSL) পরিশোধ করে কাজেই বর্ণিত ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে ও বহিঃবিশ্বে ETC লেন ব্যবহারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য মত প্রকাশ করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব উক্ত বিষয়ে একমত পোষণ করে পরবর্তীতে বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উক্ত প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন টোল প্লাজাসমূহে ETC লেন ব্যবহারে Fast Track/দ্রুত গতির লেন ব্যবহারকারীগণকে নির্ধারিত টোল হতে প্রণোদনা হিসাবে ১০ শতাংশ টোল ছাড়ের বিষয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে ও বহিঃবিশ্বের সাথে তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক যাচাইঅন্তে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।

বাস্তবায়নে: অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ৯: পদ্মা সেতুর টোল/ওএন্ডএম কোম্পানী ও সাবওয়ে কোম্পানী গঠনে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু আগামী জুন’ ২০২২ মাসের শেষের দিকে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে আশা

করা যায়। সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য অপারেটর হিসেবে KEC-MBEC JV-কে ৫ বছরের জন্য ৬৯২.৯২ কোটি টাকায় নিয়োগের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিজস্ব কোম্পানী গঠন করলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবলের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও ব্যয় হ্রাস পাবে। পদ্মা সেতুর টোল/ওএন্ডএম কোম্পানী গঠনে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, গত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে এস.আরও নং ৭৮- আইন/২০২১ মূলে সেতু বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of Business) সংশোধনপূর্বক "সাবওয়ে" অন্তর্ভূক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর খসড়াতে "সাবওয়ে" সংক্রান্ত বিধানাবলী সংযোজন করা হয়। "সাবওয়ে" সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গঠনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "Dhaka Subway Company Limited (DSCL)" নামটি Register of Joint Stock Companies (RJSC)-এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত কোম্পানীর Article of Association (AoA) এবং Memorandum of Association (MoA) এর খসড়া উপস্থাপন করে জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীন "সাবওয়ে" কোম্পানী গঠনে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জানান, সাবওয়ে করার বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন থাকায় এ বিষয়ে এখনই কোম্পানী গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ না করে সাবওয়ে নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণের পরে কোম্পানী গঠনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে পদ্মা সেতুর ওএন্ডএম কোম্পানী করা যৌক্তিক হবে। উক্ত প্রস্তাবে সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীন "সাবওয়ে" কোম্পানী গঠনের বিষয়টি সাবওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে পদ্মা সেতুর ওএন্ডএম কোম্পানী গঠনের প্রক্রিয়া এখনই শুরু করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ১০: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আইন সংশোধনের খসড়া প্রক্রিয়া অবহিতকরণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬ এর বিভিন্ন ধারা যাচাই-বাছাই করে হালনাগাদসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গত ০৭.০৯.২০২০ তারিখে যৌক্তিকতাসহ কতিপয় ধারার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। সেতু বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে সাবওয়ে আইন ২০২০ খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটিও গত ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভায় সেতু বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of Business) ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ৯ সংশোধন করে সাবওয়ে নির্মাণ ইত্যাদি সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যতালিকাভুক্ত করার সুপারিশ করে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে এস.আরও নং ৭৮- আইন/২০২১ মূলে সেতু বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of Business) সংশোধনপূর্বক

“সাবওয়ে” অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর খসড়া এবং উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করে খসড়া আইনটি গত ২৩.০৩.২০২২ তারিখ হতে Stakeholder সহ সর্ব সাধারণের মতামতের জন্য সেতু বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে মতামত পাওয়া গেছে। আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আইন সংশোধনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আইন সংশোধনের খসড়া সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা:

সভাপতি মহোদয়সহ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আইন সংশোধনের খসড়া প্রক্রিয়া অবহিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আইন সংশোধনের খসড়া প্রক্রিয়া বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ১১: পদ্মা সেতুর টোল/ওএন্ডএম অপারেটর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলে টোল/ওএন্ডএম অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া অবহিতকরণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, কর্ণফুলী টানেল ও পদ্মা সেতুর টোল/ওএন্ডএম অপারেটর নিয়োগে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে:

পদ্মা বহুমুখী সেতু:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু আগামী জুন’ ২০২২ মাসের শেষের দিকে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে আশা করা যায়। সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য অপারেটর হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার Korea Expressway Corporation (KEC) আগ্রহ প্রকাশ করে ঢাকাস্থ কোরিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। বর্ণিত পত্র মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সেতু বিভাগ-কে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১২.৮.২০২০ তারিখের সভায় পদ্মা বহুমুখী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে জি-টু-জি ভিত্তিতে Service Provider/Operator নিয়োগ সংক্রান্ত সেতু বিভাগের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। সেতু রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে KEC পদ্মা সেতুর নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China Major Bridge Engineering Co. Ltd (MBEC)’র সাথে যৌথ উদ্যোগ বা Joint Venture (JV) Agreement স্বাক্ষর করে এবং সর্বশেষ ২১ মে ২০২১ তারিখে যৌথ কারিগরি প্রস্তাব দাখিল করে।

প্রস্তাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি KEC-MBEC JV এর কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক ১৯.৮.২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান KEC-MBEC JV ২১.১০.২০২১ তারিখে সংশোধিত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করলে উক্ত প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে সেতু বিভাগের আওতাধীন “জি-টু-জি পদ্ধতিতে মূল্য

নিরুপণের জন্য সরাসরি প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্রয়তব্য পণ্য/সেবার মূল্য নিরুপণ সংক্রান্ত কমিটি" প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান KEC-MBEC JV এর সাথে গত ১৫.৩.২০২২ তারিখে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে। KEC-MBEC JV এর দাখিলকৃত দর ১২১৭.৪৭ কোটি টাকার বিপরীতে negotiated price দাঁড়ায় ৬৯২.৯২ কোটি টাকা। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৭.৪.২০২২ তারিখের সভায় KEC-MBEC JV-কে নিয়োগের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। KEC-MBEC JV মাঠ পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল:

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল" দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন প্রথম টানেল। চীনা প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) প্রকল্পটি জি-টু-জি ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ এই টানেল যানবাহন চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করা হবে মর্মে আশা করা যায়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান CCCC উক্ত টানেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব দাখিল করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল রক্ষণাবেক্ষণে CCCC কর্তৃক Performance Based Maintenance পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির অর্থাৎ টানেলের বিভিন্ন অংশে sensor ব্যবহারের মাধ্যমে Structural Health Monitoring System চালু করা হবে। এর ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টানেলের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করে রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া টোল আদায়ে Electronic Toll Collection (ETC) System চালু করা হবে। টানেলের রক্ষণাবেক্ষণে CCCC কর্তৃক দেশীয় জনবল সমন্বয়ে গঠিত টীমকে টানেল রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উক্ত টীম ভবিষ্যতে টানেলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

CCCC চীনের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের মোট জনবল রয়েছে ১,১২,৭১৯ জন। প্রতিষ্ঠানটি পরিবহন সেক্টরে কাজ করে থাকে এবং ইতোমধ্যে চীনসহ অন্যান্য দেশে সড়ক, সড়ক ও রেল সেতু, হাই স্পীড রেলওয়ে, টানেল এবং বন্দর ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। CCCC চীন ও চীনের বাহিরে এক্সপ্রেসওয়ে, সেতু ও টানেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; টানেলসহ ১৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ phnom Penh-Sihanoukville Expressway, ২৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ Daozhen-Weng'an Expressway, ১০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ Fuling-Fengdu-Shizhu Expressway, ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ Nan Jing Yangtze river tunnel।

টানেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল ও প্রযুক্তি বাংলাদেশে নেই। বর্তমানে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান CCCC'র এই ধরণের টানেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজের সুবিধার্থে CCCC-কে নিয়োগের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরন করে Service Provider/Operator নিয়োগের প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজের অপারেটর নিয়োগের সর্বশেষ অবস্থা অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হলো।

আলোচনা:

সভাপতি মহোদয়সহ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্ণফুলী টানেল ও পদ্মা সেতুর টোল/ওএন্ডএম অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া অবহিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত:

কর্ণফুলী টানেল ও পদ্মা সেতুর টোল/ওএন্ডএম অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে।

বাস্তবায়নে: ওএন্ডএম অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ১২: কুরিয়ার সার্ভিস লিঃ এর জরুরী ডাক ও পার্সেলবাহী কাভার্ড ভ্যানসমূহ ওয়েস্কেল এর আওতা বহির্ভূত রাখার বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ইতোপূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এস এ পরিবহন (প্রাঃ) লিঃ এর পার্শ্বেল ও কুরিয়ার সার্ভিস সংশ্লিষ্ট কার্ভাড ভ্যান বঙ্গবন্ধু সেতুর ওয়েস্কেল এর আওতা বহির্ভুত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তিতে এ.জে.আর পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস লিঃ এর জরুরী ডাক ও পার্সেলবাহী কাভার্ড ভ্যান সমূহ ওয়েস্কেল আওতা বহির্ভূত রাখার আবেদন করে। এ.জে.আর পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস লিঃ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক সচিব অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কুরিয়ার সার্ভিস কোম্পানীগুলো হতে এই মর্মে ডিক্লারেশন নেয়া যায় যে, দৈবচয়নের ভিত্তিতে তাদের গাড়ি ওয়েস্কেলে পরিমাপ নেয়া হবে। ওভারওয়েট ধরা পড়লে জরিমানা আদায় ও কোম্পানীর অনুমোদন বাতিলের শর্তে জরুরী ডাক ও পার্সেলবাহী কাভার্ড ভ্যানসমূহ ওয়েস্কেল এর আওতা বহির্ভূত রাখা যেতে পারে। উক্ত প্রস্তাবে সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

ওয়েস্কেল এর আওতা বহির্ভুত কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে ওজন সীমার ডিক্লারেশন প্রদান, অনুমোদিত গাড়িসমুহের মধ্যে দৈবচয়নে ওয়েস্কেলে পরিমাপের বিধান রাখা, দৈবচয়নে ওভারওয়েট হলে জরিমানা আদায় ও কোম্পানীর অনুমোদন বাতিলের শর্তসহ প্রযোজ্য অন্যান্য শর্তে জরুরী ডাক ও পার্সেলবাহী কাভার্ড ভ্যানসমূহ ওয়েস্কেল এর আওতা বহির্ভূত রাখার অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: ওএন্ডএম অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ১৩: মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের বহনকারী গাড়ি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেতুসমূহ বিনা টোলে পারাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের

বহনকারী গাড়ি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সেতুর ন্যায় বিনা টোলে সেতু বিভাগের সেতু পারাপারের বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় খেতাবপ্রাপ্ত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার কল্যাণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমান্ড-এর আবেদনটি বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব-এর পত্রটি সেতু বিভাগ হতে প্রেরণ করা হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ জাতীয় খেতাবপ্রাপ্ত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার কল্যাণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমান্ড-এর ১৯/০৫/২০১০ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হতে নিম্নবর্ণিত মতামত প্রদান করা হয়েছিল:

"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর ১০(২)(ছ) ধারা অনুযায়ী সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াতকারী প্রতিটি যানবাহনের জন্যই টোল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী টোল আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং আবেদনপত্রটি বিবেচনায় নিতে হলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারাটি পরিবর্তন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বহনকারী গাড়ি বিনা টোলে সেতু পারাপারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করা হবে"।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ গত ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে রহিতকরণ করতঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৯(ঝ) ধারায় নিম্নরূপ বিষয় উল্লেখ রয়েছে:

"সরকারি কোন সংস্থা অথবা অন্যান্য সংস্থা কিংবা ব্যক্তি বা বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহন কর্তৃপক্ষের কোন স্থাপনা অথবা উহার সংরক্ষিত কোন অংশ ব্যবহার করিলে ঐ সকল সংস্থা কিংবা ব্যক্তি বা যানবাহনের উপর ফি বা টোল ধার্য এবং আদায়"।

এছাড়াও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৯তম বোর্ড সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বহনকারী গাড়ীসমূহ এবং লাশ বহনকারী আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম-এর এ্যাম্বুলেন্স-কে সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রানাধীন সেতুসমূহ পারাপারের ক্ষেত্রে টোল প্রদান হতে অব্যাহতি দেওয়ার সুযোগ নেই।"

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে যানবাহনের টোল আদায় করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেতুতে একমাত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতির যানবাহন ব্যতীত সকল যানবাহনের টোল আদায় করা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত আইডি কার্ডে বীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে:

১। ইহা প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকারী পরিবহনে (রেলওয়ে, বিআরটিসি-এর কোচ, বাস এবং জলযানে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারেন।
২। বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে (যাতায়াত) বছরে একবার এবং আন্তর্জাতিক যে কোন রুটে (ইকোনমি শ্রেণীতে) ভি.আই.পি লাউঞ্জ ব্যবহারসহ বিনা ভাড়ায় বছরে (যাতায়াত) দুইবার ভ্রমণ করতে পারবেন।
৩। ইহা প্রদর্শন পূর্বক শুধুমাত্র যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বহনকারী গাড়ি ফেরী এবং ব্রীজের টোল ফ্রি চলাচল করতে পারবেন এবং ফেরীতে ভি.আই.পি কেবিন ব্যবহার করতে পারবেন।
৪। পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল/মোটেল বিনা ভাড়ায় দুই রাত্র বছরে একবার এবং জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে স্ব-পরিবারে ৪৮ ঘন্টা থাকতে পারবেন।

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য এবং শহীদ

পরিবারের সদস্যদের বহনকারী গাড়ি বিনা টোলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেতুসমূহে পারাপারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আলোচনা:

সভায় উপস্থিত সদস্যগণ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের বহনকারী গাড়ি বিনা টোলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেতুসমূহে পারাপারের বিষয়ে সভাপতি মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরার অনুরোধ জানান। সভাপতি মহোদয় উক্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি/পরামর্শ নিয়ে পরবর্তীতে অবহিত করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের বহনকারী গাড়ি বিনা টোলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেতুসমূহে পারাপারের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি/পরামর্শ নিয়ে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-১৪: 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২১'-এর খসড়া অনুমোদন।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ও পরিপত্রের আলোকে গৃহনির্মাণ, গৃহমেরামত ও মোটর সাইকেল ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ বাবদ ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাছাড়া, আবাসন প্রকল্পে ফ্ল্যাট সীমিত থাকায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ফ্লাট বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, গত ০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'সরকারি কর্মচারিদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০১৮' জারিপূর্বক উক্ত নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত হারে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানের পরিপত্র জারি করা হয়েছে:

ক্রমিক	বেতন গ্রেড/স্কেল	ঢাকা মহানগরী/সকল সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
১।	৫ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদুর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
২।	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
৩।	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
৪।	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
৫।	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

অর্থ বিভাগের উল্লিখিত নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা জারি

করে গৃহনির্মাণ ঋণ ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে অর্থ বিভাগের পরিপত্রের আলোকে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান করার সুযোগ আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের 'সরকারি কর্মচারিদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০১৮'-এর আলোকে প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০২১'-এর খসড়া অনুমোদনের জন্য ১১০তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০২১ এর খসড়াটি একটি কমিটির মাধ্যমে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে"।

উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটি কর্তৃক "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০২১" শীর্ষক খসড়াটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক অর্থ বিভাগের পরিপত্রের আলোকে যাচাই-বাছাই/পরীক্ষান্তে প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাটি"সদয় অনুমোদন প্রয়োজন।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন যে, সরকারের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে 'গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা' প্রণয়নে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাটি" অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে সম্মতি প্রদান করা হবে। উক্ত প্রস্তাবে সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০২১" এর খসড়াটি অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সভায় আলোচনার জন্য আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওবায়দুল কাদের
এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু
মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু
কর্তৃপক্ষ বোর্ড

স্মারক নম্বর: ৫০.০১.০০০০.১০৩.০৬.০০১.২২.৪১৪

তারিখ: ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
১৭ মে ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৩) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

৪) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৭) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৮) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৯) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

১০) সচিব, সেতু বিভাগ

১১) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

১২) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

১৩) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

১৪) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৫) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ

১৬) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৭) পরিচালক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৮) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ

১৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

২০) ডাইরেক্টর , ডাইরেক্টর (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

২১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সেতু বিভাগ

২২) নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

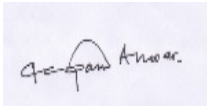

মোঃ রূপম আনোয়ার

পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ